TAPAN KUMAR PARICHHA
Digitally signed by TAPAN KUMAR PARICHHA
Date: 2024.07.10 12:41:49 +05'30'

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ

পত্রিকা - ২০১৬-১৭

পত্রিকা সমিতির সদস্যবৃন্দ

বামদিক থেকে — আলাউদ্দিন হোসেন (সনু), সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক শ্রী সূর্যপ্রকাশ দাস, শ্রীমতী সুবর্ণা মণ্ডল, শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার ঘোষ, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শৈলী মুখার্জী, অধ্যক্ষ শ্রী তপন কুমার পরিচ্ছা, গ্রন্থাগারিক শ্রী সুশান্ত

শিক্ষার প্রগতি সঙ্ঘবদ্ধ জীবন দেশপ্রেম

বিদ্যাসাগর কলেজ পত্রিকা

২০১৬- ২০১৭

শিক্ষক সম্পাদক	ঃ	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
প্রকাশক	ঃ	সম্পাদক মণ্ডলী সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ
মুদ্রক	ঃ	পূর্ণেন্দুবিকাশ চৌধুরী রাধারাণী প্রেস সিউড়ি, সোনাতোড়পাড়া মোঃ- ৯৪৩৪১৯৫৫২২
আলোকচিত্র	ঃ	স্টুডিও কোরাল সিউড়ি, বীরভূম
প্রচ্ছদ	ঃ	
তত্ত্বাবধান	ঃ	ছাত্র সংসদ ও পত্রিকা সমিতি সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

''বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী
ছুটিছে জগতময়।''

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

অধ্যক্ষের শুভেচ্ছা

পত্রিকাটি প্রকাশ পেল অবশেষে। বর্ষে বর্ষে পত্রিকা প্রকাশ বিলম্বিত হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে যে ছাত্রছাত্রী থেকে চিত্রগ্রাহক পর্যন্ত বহু ব্যক্তি এর সঙ্গে জড়িত থাকে। ছাই হোক পত্রিকা প্রকাশে যুক্ত প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা রাখব আগামী পত্রিকাটি শীঘ্র প্রকাশের।

সাহিত্য চর্চা সুকোমল বৃত্তির বিকাশ ঘটিয়ে সুস্থ-সুন্দর এক মানুষ তৈরীতে সাহায্য করে। তাই সকলের প্রতি আমার অনুরোধ ভাল বই পড়ার। ছাত্রছাত্রীদের হাতে হাতে মুঠোফোন ও তার দুর্নিবার ব্যবহার বই পড়া থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। এটার সীমিত ব্যবহার না করে যথেচ্ছ ব্যবহার করে আপন আপন চিন্তা ভাবনার জায়গাগুলোকে নষ্ট করে তুলেছে। পাঠ্যক্রমের বাইরের যে বিরাট বই-এর জগৎ রয়েছে তার ডাক ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাহ্য করলে চলবেনা। তবেই তো চিন্তা শক্তির দরজা খুলবে। লেখার অভ্যাস বাড়বে।

NAAC মূল্যায়ণে বীরভূম জেলার একমাত্র B^{++} পাওয়া এই বিখ্যাত কলেজটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য। প্রায় সকল বিভাগেই অনার্স কোর্স চালু আছে। যে কয়টি বিভাগে এখনও চালু হয়নি তা যাতে শীঘ্রই হয় তার ব্যবস্থা যেমন চলছে তেমনি কয়েকটি বিভাগে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিভাগ খোলা যায় কিনা তার ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। আগামী বৎসর মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দ্বিশত বর্ষ শুরু হচ্ছে। বিদ্যাসাগর কলেজে এই মনীষীকে কিভাবে স্মরণ করা হবে তার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।

৭৫ বর্ষ অতিক্রান্ত এই কলেজ ১০০ বছরের মধ্যে রাজ্যের অন্যতম সেরা কলেজ হওয়ার গৌরব অর্জন করুক এটিই আমাদের লক্ষ্য।

সকলকে ধন্যবাদ।

অধ্যক্ষ

ড. তপনকুমার পরিচ্ছা

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

সম্পাদকীয়—

পত্রিকা প্রকাশে বহু বিলম্ব। দুঃখিত। বিলম্ব হওয়ার পিছনে একাধিক কারণ থেকে যায়। কখনও তা কলেজীয় কখনো বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক কখনও তা অন্য কিছু। তবু সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হল।

যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী এই কলেজে পড়ে, তাতে যে বেশকিছু ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লিখতে পারার ক্ষমতা থাকবে একথা বলা বাহুল্য। অথচ দেওয়াল পত্রিকা বা কলেজ পত্রিকার জন্য লেখা জমা দিতে ছাত্রছাত্রীদের যে অনীহা তা কখনই কাম্য নয়। বাংলা বিভাগ আয়োজন করে ছোটগল্প লেখা ও প্রবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা। সেখানেও তাদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মত। ছাত্রসংসদ সব সময়েই চেষ্টা করে কিভাবে পত্রিকাটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায় তা দেখার। সাহিত্যসভার জন্যও অর্থবরাদ্দ আছে অথচ একটি সাহিত্যসভার সারা বছরে করা সম্ভব হয় না। সুষ্ঠুভাবে সাহিত্যচর্চার এই সমস্ত বিষয় আমাদের সকলের দেখা উচিত। ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান করছি।

পরিশেষে পত্রিকা প্রাকশে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নিবেদনান্তে
পত্রিকা সম্পাদক

From the desk of Magazine Secretary

(Student)
Ankita Thakur
3rd Yr. Eng. Hons.

It gives is unsurmounted pleasure and satisfaction to introduce our very own college magazine. Just like the Gods and the Asuras churned the ocean of milk to ektract the nector, we have endeavoured to churn out creativity of our great institution and the family members in it. A lot of effort has gone into the presentation of this issue. Co-operation and heastily contribution of our respected teachers, lmpbyus and chatra samsad do make possible of making this issue so much popular qnd unique. Our teachers and samsad have been continuously trying to achieve our aim of making this institution the best one in all grounds and we also have to participate with them to achieve the goal. Being the first female magazine secretary of Suri Vidyasagar College, I get all the the supports and impirations from our teachers. So, it is my nealisation after 3 years exploration of knowledge and gaining invaluable resources and impiration from our teachers that our student generation can glorify our college in particular and society in general by taking constructive and innovative role, in every ground irrespective of boys and girls. I think this issue is based on these ideals. We hope you will certainly enjoy this magazine because every page is pure representation of your thought, feelings and genius.

সাধারণ সম্পাদকের কলমে

সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এক খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

আমরা ছাত্রসংসদের তরফ থেকে কলেজে শিক্ষার এক সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। পড়াশুনো, খেলা-ধূলা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেবামূলক কাজ, বিজ্ঞান প্রদর্শনী— সর্বক্ষেত্রেই আমাদের কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা কৃতত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তগত কলেজগুলির মধ্যে আমাদের কলেজের পরীক্ষার ফলাফল খুবই উচ্চমানের। কলেজে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রেও ছাত্রসংসদ সুনামের অধিকারী। মেধাকেই একমাত্র গুরুত্ব দিয়ে আমরা সাম্মানিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ বাড়িয়েছি। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা আমাদের ছাত্রসংসদ অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পাদন করেছে। কলেজের ৭৫ বৎসর পূর্তি উৎসব সাড়ম্বরে ছাত্রসংসদের আপ্রাণ সহযোগিতার সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। দেশ-বিদেশের নানা প্রান্তে ও নানা ক্ষেত্রে কলেজের প্রাক্তনীরা সুপ্রতিষ্ঠিত। ভাবতে গর্ব হয় ভারতের প্রাক্তন মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় আমাদের কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র। শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানের দিন ছাত্র-শিক্ষক প্রীতিপূর্ণ ফুটবল ম্যাচ ও ছাত্রসংসদের পরিচালনায় খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। আমাদের কলেজের পত্রিকাও অত্যন্ত গুণমান সমৃদ্ধ, শোভন সুন্দর। ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টি-রচনায় পত্রিকার অর্ঘ্য সাজানো হয়ে থাকে। আমরা চাই শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সুসম্পর্ক বজায় রেখে, সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজের সুমহান ঐতিহ্য ধারায় এগিয়ে চলতে। উপনিষদের চরৈবেতি এগিয়ে চলবার এই মন্ত্র আমাদের প্রেরণা। ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাস উভয়ক্ষেত্রেই আমরা উন্নয়ন ঘটাতে সমর্থ হয়েছি। দু বার গুণমান নির্ধারককারী জাতীয় মূল্যায়ণ সংস্থা 'NAAC' দ্বারা মূল্যায়ণ হয়েছে আমাদের কলেজের। B^{++} শিরোপা পেয়ে জেলার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থানলাভ করেছে আমাদের এই বিদ্যায়াতন। ছাত্রদের টিউশন মকুব, অর্থ সাহায্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ছাত্রসংসদ দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়েছে। সারাবছরই আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো — কলেজের উন্নয়নে এটাই হল আমাদের শপথ ও দৃঢ় অঙ্গীকার।

বিদ্যাসাগর – বিবেকানন্দ — স্বামীজির বাণীকে অনুসরণ করে আমরা এগিয়ে চলব। সবাইকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করি ছাত্র সংসদকে সহায়তা করার জন্য।

অভিনন্দন সহ—

আলাউদ্দীন হোসেন (সনু)

সাধারণ সম্পাদক

ছাত্রসংসদ সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

সিউড়ী, বীরভূম

ছাত্র সংসদ — ২০১৬-১৭

সভাপতি	—	অধ্যাপক ড. তপন কুমার পরিচ্ছা
সহ-সভাপতি	—	শেখ হাসিবুর
সাধারণ সম্পাদক	—	আলাউদ্দিন হোসেন
সহকারী সাধারণ সম্পাদক	—	নিরঞ্জন দাস
সাংস্কৃতিক সম্পাদক	—	সুরজ কুমার রায়
ক্রীড়া সম্পাদক	—	শেখ নূর আলম
পত্রিকা ও সাহিত্য সম্পাদিকা	—	অঙ্কিতা ঠাকুর
সম্পাদক বিজ্ঞান পরিষদ	—	সায়ন্তন দাস
ছাত্রসমাজ কল্যাণ দপ্তর	—	দীপঙ্কর মুখার্জ্জী
কমনরুম সম্পাদক (ছাত্র)	—	নজরুল ইসলাম
কমনরুম সম্পাদিকা (ছাত্রী)	—	সুজাতা দাস

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজ

সিউড়ী, বীরভূম

পত্রিকা সমিতি ২০১৬-১৭

সভাপতি	ঃ	অধ্যাপক ড. তপন কুমার পরিচ্ছা
আহ্বায়ক	ঃ	গ্রন্থাগারিক শ্রী সুশান্ত রাহা
শিক্ষক সম্পাদক	ঃ	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী
সহ-সম্পাদক	ঃ	অধ্যাপক সুশান্ত কুমার বর্ধন
ছাত্র-সম্পাদিকা	ঃ	অঙ্কিতা ঠাকুর
পত্রিকা সমিতির সদস্যবৃন্দ	ঃ	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী
		অধ্যাপকা শৈলী মুখার্জ্জী
		অধ্যাপক লাবণ্য পাল
		অধ্যাপক সূর্যপ্রকাশ দাস
		গ্রন্থাগারিক সুশান্ত রাহা
		শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার ঘোষ
		শ্রীমতী সুবর্ণা মণ্ডল
		সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ
		সহ-সম্পাদক, ছাত্র সংসদ

বিগত বছরের পূর্বসূরী

শিক্ষক সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের নাম

সন	সম্পাদক	সহ-সম্পাদক
১৯৯৯-২০০০	আধ্যাপক নারায়ণ প্রসাদ ভট্টাচার্য	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০১-০২	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক তপন চৌধুরী
		অধ্যাপক রামকৃষ্ণ মণ্ডল
		অধ্যাপক শিবাদিত্য সেন
		নারায়ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য
		কমলকান্তি চট্টোপাধ্যায়
		শৈলী মুখার্জী
		কৃষ্ণা রায়
২০০৪-০৫	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০৫-০৬	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০৬-০৭	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)
২০০৭-০৮	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)	অধ্যাপক কৃষ্ণা রায়
২০১০-১১	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
২০১১-১২	অধ্যাপক শৈলী মুখার্জী (গোস্বামী)	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী
২০১২-১৩	ড. মহাদেব চন্দ্র	ড. সুশান্ত বর্ধন
২০১৩-১৪	ড. মহাদেব চন্দ্র	ড. বিকাশ পাল
২০১৪-১৫	ড. বিকাশ পাল	ড. তাপস রায়
২০১৫-১৬	ড. বিকাশ পাল	অধ্যাপক লাবণ্য পাল
২০১৬-১৭	অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী	অধ্যাপক সুশান্ত বর্ধন

বিগত বছরের পূর্বসুরী ছাত্র সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের নাম ঃ—

		ছাত্র সম্পাদক	ছাত্র সহ সম্পাদক
১৩৫৬	প্রথম বর্ষ	শ্রী কৃষ্ণনাথ মল্লিক	শ্রী প্রণবেশ মিত্র
১৩৫৭	দ্বিতীয় বর্ষ	শ্রী বিদ্যুৎ চৌধুরী	শ্রী তপন সেন
১৩৫৮	তৃতীয় বর্ষ	শ্রী রাধিকামোহন রায়	শ্রী কামালুদ্দিন আমেদ
১৩৫৯	চতুর্থ বর্ষ	শ্রী কামালুদ্দিন আমেদ	শ্রী বৈদ্যনাথ মণ্ডল
১৩৬১	ষষ্ঠ বর্ষ	শ্রী নিত্য দে	শ্রী অংশুমান ভট্টাচার্য শ্রী সন্তোষ ব্যানার্জী
১৩৬২	সপ্তম বর্ষ	শ্রী মনুজেশ মিত্র	শ্রী সন্তোষ ব্যানার্জী
১৩৬৩	অষ্টম বর্ষ	শ্রী দিলীপ মুখার্জী	শ্রী সাধন ভট্টাচার্য
১৩৬৪	নবম বর্ষ	শ্রী সুবোধ ঝাঁ	শ্রী তপোবিজয় ঘোষ
১৩৬৫	দশম বর্ষ	শ্রী অর্ধেন্দুশেখর দাস	শ্রী তপোবিজয় ঘোষ
১৩৬৬	একাদশ বর্ষ	শ্রী শ্যামাপ্রসাদ সরকার	শ্রী কাজী আব্দুল মান্নান
১৩৬৭	দ্বাদশ বর্ষ	শ্রী কমলেশ মিত্র	শ্রী অঞ্জন ঘোষ
১৩৬৮	ত্রয়োদশ বর্ষ	শ্রী বন্দীরাম চক্রবর্তী	শ্রী স্বপনপ্রসন্ন রায়
১৩৬৯	চতুর্দ্দশ বর্ষ	শ্রী শ্যামাদাস মল্লিক	শ্রী নজরুল ইসলাম
১৩৭০	পঞ্চদশ বর্ষ	শ্রী নজরুল ইসলাম	শ্রী নিশিনাথ সেন
১৩৭১	ষোড়শ বর্ষ	শ্রী সুশীল আচার্য	শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী
১৩৭২	সপ্তদশ বর্ষ	শ্রী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী	শ্রী মুক্তিপদ ঘোষ
১৩৭৩	অষ্টাদশ বর্ষ	শ্রী ঊষারঞ্জন পাল	শ্রী সুবোধকুমার পাল
১৩৭৪	ঊনবিংশ বর্ষ	শ্রী দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	শ্রী ব্রহ্মনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
১৩৭৫	বিংশ বর্ষ	শ্রী প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়	শ্রী ধীরাজ ভট্টাচার্য্য
১৩৭৬	একবিংশ বর্ষ	রজতজয়ন্তী পত্রিকা প্রধান সম্পাদক	অধ্যাপক রঞ্জন গুপ্ত
১৩৭৭	দ্বাবিংশ বর্ষ	শ্রী জোব্বার হোসেন	শ্রী মলয় দাসচৌধুরী
১৩৮০	ত্রয়োবিংশ ও চতুবিংশ বর্ষ	শ্রী এ. এস. এলকামকুল আহসান	অধ্যাপক গোপাল সরকার
১৩৮১-৮২	পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ বর্ষ	শ্রী তপন ওঝা	শ্রী শচীনন্দন দাস
১৩৮২-৮৩	সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ বর্ষ	অধ্যাপক রণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৩৮৩-৮৪	ঊনবিংশ ও ত্রিংশ বর্ষ	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ অধিকারী	
১৩৮৬-৮৭	একত্রিংশ ও দ্বাত্রিংশ বর্ষ	শ্রী সন্দীপ বিষ্ণু	শ্রী শেষাদ্রি মুখোপাধ্যায়
১৩৮৮-৮৯	ত্রয়স্ত্রিংশ ও		

	চতুস্ত্রিংশ বর্ষ	শ্রী সন্দীপ বিষ্ণু	শ্রী শুভাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩৯০-৯১	পঞ্চত্রিংশ ও ষষ্ঠত্রিংশ বর্ষ	শ্রী মানব কুমার রায়	শ্রী সমরেন্দ্র ঘোষ
১৩৯২-৯৩	সপ্তত্রিংশ ও অষ্টাত্রিংশ বর্ষ	শ্রী পুরুষোত্তম চৌধুরী	শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য
১৩৯৩-৯৪	ঊনচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী উৎপল মুখার্জী	শ্রী সুবর্ণা চৌধুরী
১৩৯৫-৯৬	একচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো	
১৩৯৬-৯৭	দ্বাচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী মহম্মদ করিম হোসেন	
১৩৯৭-৯৮	ত্রিচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী চন্দন মুখার্জী	শ্রী মধুসূদন মণ্ডল
১৩৯৮-৯৯	চর্তুচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী সঞ্জয় অধিকারী	আহমেদ ইকবার
১৪০০-১৪০১	ষষ্ঠাচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী কবিরুল ইসলাম	শ্রী অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
১৪০১-১৪০২	সপ্তচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	
১৪০২-১৪০৩	অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ	শ্রী উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়	শ্রী সুরঞ্জন ঘোষ
১৪০৩-১৪০৪	ঊনপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী রাজকুমার ঘোষ	শ্রী সৌমেন ঘোষ
১৪০৪-১৪০৫	পঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী দেবমাল্য	সৈয়দ মুফাজ্জেল হোসেন
১৪০৫-১৪০৬	একপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী মানস রায়	শ্রী অরূপ ঘোষ
১৪০৬-১৪০৭	দ্বি-পঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী দেবাশিস্ মুখার্জী	শ্রী তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য
১৪০৮-১৪০৯	চতুর্পঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী সুরজিৎ দাস	শ্রী অজয় কুমার দাস
		হীরক জয়ন্তী পত্রিকা প্রধান সম্পাদক	ড. সব্যসাচী রায়চৌধুরী
১৪১০-১৪১১	পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী চন্দ্ররূপ মুখার্জী	শ্রী অমিত পাণ্ডে
১৪১১-১৪১২	ষষ্ঠপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী বিপ্লব সেন	শ্রী অর্ঘ্য দাস
১৩১২-১৪১৩	সপ্তপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী অভিজিৎ দে	
১৪১৩-১৪১৪	অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ	শ্রী শোভন মুখার্জী	শ্রী শতদল চ্যাটার্জী
১৪১৪-১৪১৫	ঊনষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী শোভন মুখার্জী	শ্রী অভিকর্ষ ব্যানার্জী
১৪১৫-১৪১৬	ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী সন্দীপ সরকার	ঝুমা পাণ্ডা
১৪১৬-১৪১৭	একষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী ব্রজ ঘোষ	শ্রী আকাশ দে মণ্ডল
১৪১৭-১৪১৮	দ্বি-ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী দীপজয় মুখার্জী	শ্রী অরিজিত গড়াই
১৪১৮-১৪১৯	ত্রি-ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী শুভজিৎ সরকার	শ্রী রাজকুমার ধীবর
১৪১৯-১৪২০	চতুঃষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী আমজাদ আলি	শ্রী সমর দাস
১৪২০-১৪২১	পঞ্চষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী রাহুল দাস	শ্রী বাসুদেব দাস
১৪২১-১৪২২	ষট্‌ষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী তীর্থসারথী সূত্রধর	শ্রী অক্ষয় মাল
১৪২২-১৪২৩	সপ্তষষ্ঠিতম বর্ষ	শ্রী সংগ্রাম ব্যানার্জী	ড. বিকাশ পাল (শিক্ষক সম্পাদক)
১৪২৪-১৪২৫	অষ্টষষ্ঠিতম বর্ষ	অঙ্কিতা ঠাকুর	নাদিম সালাম

॥ ১৩৬০ পঞ্চম বর্ষ ও ১৩৯৯-১৪০০ পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ পত্রিকা প্রকাশিত হয় নি ॥
(১৪২৩-২৪ বর্ষে ছাত্র সংসদ ছিল না)

ধর্ষিতা

জয়তী রায়
শিক্ষাকর্মী

যখনই কোনো কাজে কোনো কারণে,
চার দেওয়ালের গণ্ডি পার হয়ে পা বাড়িয়েছি,
তোমরা চিৎকার করে উঠেছ, আমি থমকে গেছি।
যখনই নিজের সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে,
জীবনের গতিপথে এগোনোর কথা ভেবেছি,
তোমরা আমার পায়ের গতি থামিয়ে দিয়েছো
তোমাদের টিটকিরি, চোখের ইশারা ও লোলুপ চাহনিতে।
প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে, আমি এগোতে চেয়েছি,
তোমরা আমাকে নির্মম ভাবে আঘাত করেছো।
আজ তাই নিজের প্রতি অন্যায়ের বিচার চাইতে,
আমি দ্বারস্থা সবার আস্থা আইনের দ্বারে,
কিন্তু হায় ! এখানেও আমি বারংবার লাঞ্ছিত,
তোমরা বারে বারে, নানাছলে তীব্রভাবে,
মনে করিয়ে দিলে, আমি ধর্ষিতা।
জীবনযুদ্ধে আমি এখন পারদর্শী যোদ্ধা,
হাজার আঘাত, হাজার বাধা, করতে পারেনি
আমার ছন্দ রোধ।
এগিয়ে গিয়েছিল তোমাদের সবার আঘাতকে
যোগ্য জবাব দিয়ে,
চেয়েছি নিজের বাঁচার অধিকার, আইনের দ্বারে।
আজ আমি তৃপ্ত, পেয়েছি সব অপমানের
উত্তর, তোমরা পারোনি আমায় দমাতে,
প্রত্যুত্তর দিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছি আমার দাবি,
আমার সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার।
আজ আমি পথে, আমার পুরোনো আস্থাকে ভরসা করে,
কিন্তু কোনো এক কোণে, কথা ভেসে ওঠে,
মনে করিয়ে দেয়।
আমার কোনো দোষ না থাকলেও,
আমি ধর্ষিতা.....

বর্ষাকাল

সুমন মণ্ডল
সংস্কৃত বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

বর্ষাকালে টাপুর টুপুর
বৃষ্টি সদা পরে।
তাই ধরনীর আঁচল খানি
শ্যামলিমায় ভরে॥
পুষ্পে পুষ্পে বর্ধিত হয়
ধরনী মায়ের শোভা।
বারি ধারায় পরিপূর্ণ
খাল-বিল ও ডোবা॥
গুনগুন রবে মধু আহরণে
ব্যস্ত অলিকুল।
অনিলের ছোঁয়ায় জলাশয়গুলি
কম্পিত দোদুল॥
বালকের দল খেলে গৃহে ফেরে
কর্দমাক্ত পায়ে।
পাখিরা ফেরে আপন কুলায়
বৃষ্টি ভেজা গায়ে॥
মেঘেরা সব আকাশটিকে
কৃষ্ণবর্ণে ঢাকে।
ক্ষণে ক্ষণে তারা গর্জন ক'রে
গম্ভীর স্বরে ডাকে॥
কল্ কল্ স্বরে বয়ে যায় নদী
ফেনপুঞ্জ নিয়ে বুকে।
ধরণী যেন আত্মহারা
অপরূপ রূপ দেখে॥
গ্রীষ্মে শুষ্ক জীবজগতের
বর্ষায় নব প্রাণ।
তাইতো এই জীবকূল গায়
বর্ষার জয়গান॥

শ্রদ্ধেয় কালিকাপ্রসাদ

অম্বিকা পাল
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ

বিপদ কখনো জানিয়ে আসে না।

আমাদের কলেজ গত বছর প্লাটিনাম জুবিলি উৎসব-বর্ষ-উদ্‌যাপন (২০১৬-১৭) উপলক্ষে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। বর্ষসমাপন্তে যে ৪-৫ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তাতে বাইরের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন শিল্পী এসে আমাদের অনুষ্ঠানটিকে আরও উজ্জ্বলময় করে তুলেছিলেন। এইরকম একটি দিনছিল 7 মার্চ, 2017. এইদিন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও তার দলের অনুষ্ঠান ছিল সন্ধ্যা ৭ টায়। কিন্তু তিনি বাড়ি থেকে রওনা দেন সকাল বেলা সহচরদের সঙ্গে নিয়ে। আমাদের মনে হতেই পারে, অনুষ্ঠান তো সন্ধ্যা বেলায়, তিনি সকালবেলা কেন রওনা দিলন। তিনি সিউড়ীর নিকটবর্তী একডালিয়া নামক একটা গ্রামের কোন এক পাড়ায় বেদেরা কীভাবে গানের মাধ্যমে সাপকে বশ করে সাপের খেলা দেখায় সম্ভবত এমন একটি বিষয় শিখবেন বলে মনঃস্থির করেন – তাই সকালবেলা রওনা দেন। কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস। তাদের গাড়ির চালক গাড়ির গতিবেগ নিজের আয়ত্তে না রাখতে পেরে তাদের গাড়িটি বর্ধমানের কোনো একটি জায়গায় রাস্তার পাশে কালভার্টে গিয়ে খুব জোর ধাক্কা মারে ও গাড়িটি নীচে পড়ে যায়। গাড়িতে মোট ৬ জন যাত্রী ছিল। কিন্তু শুধু কালিকাপ্রসাদই গুরুতরভাবে আহত হন। আর বাকিদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে ওঠে। তারপর স্থানীয় লোকেরা তাদেরকে সেই জায়গা থেকে উদ্ধার করে, হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়েই কালিকাপ্রসাদের মৃত্যু ঘটে। এইভাবে আমরা এক বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীকে চিরতরে হারিয়ে ফেলি। আমাদের কলেজেরও দুর্ভাগ্য সেই বিশিষ্ট শিল্পীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারল না। তাঁকে হারানোর কষ্ট প্রকাশ করার মত ভাষা নেই। তিনি শুধু সংগীত চর্চাই করতেন না, তিনি সংগীত নিয়ে গবেষণাও করতেন। তাই তাঁর মত শিল্পী বাংলা তথা বিশ্বে অবিরল। এই শিল্পীর এক মহৎ ইচ্ছা ছিল– বাংলাদেশের শহীদ মিনারের নীচে সকল শিল্পীকে আমন্ত্র ণ করে ভাষাদিবস উদ্‌যাপন করা – যা অপূর্ণ থেকে গেল। তাই ঐ দিনটি আমাদের কলেজের কাছে একটি দুঃখজনক দিন হিসাবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁকে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে অমর করে রাখব।

"আমি তোমারই তোমারই তোমারই নাম গাই
আমার নাম গাও তুমি .....।"

জেনারেল নলেজ

প্রিয়া বাগ্দী
বাংলা বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ

১। 9-এর পর 20 এলে কীভাবে Ninety (90) হয় ?

২। মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কীভাবে ভারতকে পাওয়া যায় ?

৩। শিল্পীরা কোন সুরে আওয়াজ করতে পারলে আরও ভালো শিল্পী হতে পারবে ?

৪। তোমার থেকে কিছু নিলে কীভাবে তোমার ও আমাদের পাওয়া যাবে ?

উত্তর ঃ-

১। 20 হল alphabet-এর ↑, অর্থাৎ 9↑ = 90

উত্তর ঃ-

২। মধ্যপ্রদেশকে বলা হয় MP. সুতরাং M ও P এর মধ্যে A বসালে ভারতকে পাওয়া যাবে। [M A P]

উত্তর ঃ-

৩। রেওয়াজ।

উত্তর ঃ-

৪। Yours = Your

Yours = Our

[Your - তোমার, Our - আমাদের]

ফুটবল খেলায় বিদ্যাসাগর কলেজের সাফল্য

ছাত্রসংসদের সদস্য এবং বিভিন্ন উপসমিতির সদস্য/সদস্যা

চেয়ারে উপবিষ্ট/উপবিষ্টাগন (বামদিক থেকে) — অঙ্কিতা ঠাকুর (পত্রিকা সম্পাদিকা, ছাত্রসংসদ), অধ্যাপক হারাধন মার্ডি (ক্রীড়া সমিতি), অধ্যাপিকা রীতা মুখার্জী (ছাত্রকল্যাণ সমিতি), আলাউদ্দিন হোসেন (সনু), (সাধারন সম্পাদক), অধ্যাপক শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী (পত্রিকা সমিতি), অধ্যক্ষ ডঃ তপন কুমার পরিচ্ছা, শ্রী সুশান্ত রাহা (আহ্বায়ক, পত্রিকা সমিতি), অধ্যাপক অসীম চৌধুরী (সাংস্কৃতিক সমিতি), অধ্যাপক নির্মল মণ্ডল (বিজ্ঞান পরিষদ), অধ্যাপক সুশান্ত কুমার গুপ্ত (ছাত্র সাধারণ কক্ষ), অধ্যাপক সুশান্ত বর্ধন (সহসম্পাদক)

পিছনে দণ্ডায়মান (বামদিক থেকে) — সায়ন্তন দাস, সেখ কিরণ, হাসিবুল শা, নিরঞ্জন দাস, মহঃ দাউদ ইব্রাহিম, ইন্‌জামামুল হক, চাঁদ খান, শুভম ব্যানার্জী, কৌশিক ব্রহ্ম,সেখ সেরিফ, মীর জালাল, সেখ নূর আলম (নূর), সেখ সনিরুল, মহঃ সাফিক হোসেন, দীপাঞ্জন মুখার্জী, সুমন দাস, সেখ কারিবুল